

যে সিনেমা আসছে



Applied for e-ISSN vide application no. 76157, Dated 22/08/2026, UDYAM-WB-011-0097957

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ মাস, অষ্টম সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ২১, ইংরেজি ২০২৬, অক্টোবর ৯

মানিকচক ও রতুয়ার বন্যা ধ্বস্তদের সাহায্য

মালদা: মানিকচক ও রতুয়ার বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার জনসাধারণের পাশে দাঁড়াল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বৃহস্পতিবার মালদার মানিকচকের ভূতনীতে, ধ্বস্ত মানুষের হেঁট সরকারি সাহায্য তুলে দিলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রায় ২৫ হাজার দুর্গতদের মধ্যে ১৪০০ পরিবার ছিলেন রতুয়ার। বাকি ধ্বস্তদের প্রত্যেকেই মানিকচকের বাসিন্দা বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৩ সপ্টেম্বর, বিহারের কেশরপুরের রিং বাঁধ ভেঙে জল ঢোকে ভূতনীতে। তারপরেই জলমগ্ন হয় প্রায় ২৫ হাজার পরিবার। তবে জেলা প্রশাসনের তরফে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বন্যাধ্বস্তদের সাহায্যার্থে সরকারের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ে বিপদ এড়ানো গিয়েছে। তবে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে, রাজ্য সরকার সবসময় রয়েছে বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। মথুরাপুরে এদিনের সভা থেকে মোট ২৪২ কোটি টাকার সেবা সহায়তা প্রকল্প ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মোট ২৪২ কোটির প্যাকজে দুর্গতদের দেওয়া হয়েছে। মানিকচক ও রতুয়ার দুর্গতদের বন্যা থেকে রক্ষা করার জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প পাঠানো হয়েছে। আইআইটি কানপুরের সহযোগিতায় প্রকল্পের প্রাথমিক খসড়া তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হবে। পূর্বতন

তৃণমূল সরকারের ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তৃণমূল সরকার এর আগে, বিপর্যয় খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিত না। সেই সরকারের খামখেয়ালিপনার কারণে ইতিমধ্যেই বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের ওপরে জোর দিয়ে শুভেন্দু বিধায়ক জোয়েল মূর্মু ও সাংসদ খগেন মূর্মুকে অভিবাদন জানিয়ে বলেন, জেলার বিধায়ক-সাংসদ জুটিকে জোহর। তাঁরা না থাকলে, এই কাজে সমন্বয় স্থাপন করা সম্ভব ছিলো না। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্যায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পিছু ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার পিছু ৯০ হাজার টাকা রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ২৫ হাজার পরিবারের কাছে এই সুবিধে পৌঁছে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করা হয়েছে। ধ্বস্তরা যাতে যথাসময়ে আর্থিক সুবিধে পান, তা নিশ্চিত করতে, সোমবার থেকেই কাজে লেগে পড়েছিল প্রশাসন। এমনিতেই তৃণমূল জমানায় চাকরির পরীক্ষা যথাসময়ে না হওয়ায় কর্মী অপ্রতুলতায় ভুগছে সরকারি অফিসগুলি। তবুও, ধ্বস্তের পাশে দাঁড়াতে, জেলা প্রশাসনের তরফে কর্মী অপ্রতুলতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে, ১৫টি ব্লক অফিস থেকে কর্মীদের নিয়ে এনে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শেষ করা হয়। আর্থিক অনুদানের

দ্বিতীয় পাতায়

জিএসটির নয়া প্রস্তাব

নয়াদিপ্লি: পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি ব্যবস্থাকে আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং করদাতাবান্ধব করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সুপারিশ করল ৫৭তম জিএসটি কাউন্সিল। গ্রেফতারের বিধান প্রত্যাহার, ফৌজদারি ব্যবস্থার পরিধি কমানো, কর সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সরল করা, দ্রুত রিফান্ড এবং করদাতার সঙ্গে কর প্রশাসনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কমানোর মতো একাধিক পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিএসটি কাউন্সিলের এই সুপারিশকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এর ফলে করদাতা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় বলেছেন, জিএসটি ব্যবস্থায় গ্রেফতারের বিধান প্রত্যাহার, আরও বেশি ক্ষেত্রে ফৌজদারি বিধান তুলে দেওয়া এবং প্রক্রিয়া সরল করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ইতিবাচক। তাঁর মতে, দ্রুত সিদ্ধান্ত, কম আনুগত্যমূলক খরচ, স্বয়ংক্রিয় রিফান্ড এবং আত্মাভিত্তিক কর প্রশাসন— এই চারটি বিষয়েই নতুন সংস্কারের মূল জোর। জিএসটি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ এবং নাগরিকবান্ধব করে তোলার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সঙ্গেই এই পদক্ষেপগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মালা সীতারামনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ৫৭তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক। গত বছরের ৫৬তম বৈঠকে মূলত করের হার পুনর্বিন্যাস ও হার কমানোর মতো

বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এবারের বৈঠকে জোর দেওয়া হয়েছে নিবন্ধন, রিটার্ন, রিফান্ড, কর নির্ধারণ ও আপিলের প্রক্রিয়া সরল করা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে জিএসটি-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা কমানোর উপর। জিএসটি ব্যবস্থায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলির একটি হল গ্রেফতারের বিধান সম্পূর্ণ প্রত্যাহার। সিজিএসটি আইনের ৬৯ নম্বর ধারা বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে কাউন্সিল। পাশাপাশি কর সংক্রান্ত মামলায় ফৌজদারি ব্যবস্থার সীমা এক কোটি টাকা থেকে পাঁচ কোটি টাকা করার প্রস্তাব এসেছে। বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির পরিমাণও পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করা হয়েছে। করদাতার সঙ্গে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কমানোর ক্ষেত্রেও একাধিক পদক্ষেপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য স্পষ্ট করে দেওয়া, অনলাইন ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট নথি বাছাইয়ের সুবিধা এবং সহজে ব্যবহারের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে নিবন্ধনের তথ্য পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদনের ব্যবস্থাও করা হবে। বকেয়া রিটার্ন জমা এবং কর পরিশোধ হয়ে গেলে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাতিলের আবেদনও স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রহণের প্রস্তাব রয়েছে। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে ছোট বিক্রোতাদের জন্যও সরল নিবন্ধন ব্যবস্থা আনার সুপারিশ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে যে রাজ্যে তাঁদের নিজস্ব ব্যবসায়িক জায়গা

নেই, সেখানে ই-কমার্স সংস্থার গুদামকেই ব্যবসার প্রধান স্থান হিসেবে দেখিয়ে স্বয়ংক্রিয় নিবন্ধনের সুযোগ মিলবে। এর ফলে প্রতিটি রাজ্যে আলাদা ব্যবসায়িক পরিকাঠামো তৈরি না করেও ছোট বিক্রোতার অন্য রাজ্যে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারবেন। রিফান্ডের ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব এসেছে। অতিরিক্ত ইলেকট্রনিক নগদ জমার সম্পূর্ণ রিফান্ড নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আধিকারিকের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। শূন্য-হারের সরবরাহ এবং উল্টো কর কাঠামোর ক্ষেত্রে ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে দাবিকৃত রিফান্ডের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্বর্তী রিফান্ড দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। রিফান্ডের আবেদন পাওয়ার স্বীকৃতির সময়সীমাও ১৫ দিন থেকে কমিয়ে ১০ দিন করার সুপারিশ করা হয়েছে। কর সংক্রান্ত নোটিস ও মামলা কমাতেও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে। ১০ হাজার টাকার কম করের ক্ষেত্রে শো-কজ নোটিস জারি না করার জন্য ন্যূনতম সীমা নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে। অ-প্রভারগমূলক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর ও সুদ মিটিয়ে দিলে জরিমানার পরিমাণ ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাবও রয়েছে। সাধারণ সর্বোচ্চ জরিমানা ২৫ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ১০ হাজার টাকা করার সুপারিশ করা হয়েছে। পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও নিয়ম শিথিল করার প্রস্তাব

দ্বিতীয় পাতায়

বস্তারে সমবায় প্রকল্পে গতি নকশাল উগ্রবাদ প্রভাবিত এলাকাকে শ্রোতে আনার উদ্যোগ

নয়াদিপ্লি: ‘সহকার সে সমৃদ্ধি’কে বাস্তব অর্থনৈতিক পরিবর্তনের হাতিয়ার করে তুলতে ছত্তীসগড়ের বস্তারে শুরু হল ৯ম জাতীয় সমবায় পর্যালোচনা কর্মশালা। কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের উদ্যোগে দু’দিনের এই কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় দফতর, রেজিস্ট্রার, জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অংশীদাররা অংশ নিয়েছেন। সমবায় প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর করে তোলার পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে সফল মডেলগুলিকে বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়ার পথ নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। বস্তারে এই কর্মশালা আয়োজনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। দীর্ঘদিন বামপন্থী উগ্রবাদে প্রভাবিত এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে স্থানীয় মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে সমবায় কাঠামোকে একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কর্মশালায় ছত্তীসগড় ও ওড়িশার বামপন্থী উগ্রবাদ-প্রভাবিত জেলাগুলিতে সমবায় উন্নয়ন নিয়ে পৃথক আলোচনা রাখা হয়েছে। প্যাক্স, উপজাতি সমবায় এবং স্থানীয় উৎপাদকদের রাজ্য ও জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত করে বাজারের সুযোগ বাড়ানো, পণ্যের জন্য উৎকৃষ্ট মূল্য নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে সক্রিয় করার বিষয়টি এই বৃহত্তর উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমবায় মন্ত্রকের সচিব ড. আশিস কুমার ভুটানি জানিয়েছেন, বস্তারে কর্মশালা আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্য, কর্মশালায় লক্ষ্য কেবল বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা নয়; রাজ্যগুলির অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় পর্যায়ে সাফল্যকে বাস্তব কর্মপরিকল্পনায় রূপ দেওয়া। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো এবং সফল উদ্যোগগুলিকে অন্য রাজ্যেও গ্রহণ করার মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার ওপর তিনি জোর দেন।

এই প্রেক্ষাপটে প্যাক্স বা প্রাথমিক কৃষিক্ষণ সমিতিগুলিকে আরও বহুমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পরিকল্পনাও গুরুত্বপূর্ণ। প্যাক্সকে কৃষি-ঋণের সীমা ছাড়িয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যকলাপ, সরকারি সংগ্রহ, খাদ্যশস্য সংরক্ষণ এবং স্থানীয় উৎপাদনের বাজার সংযোগের সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়ে কর্মশালায় আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত, সেখানে স্থানীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সক্রিয় করা হলে কৃষক, ক্ষুদ্র উৎপাদক ও গ্রামীণ পরিবারের জন্য নিয়মিত আয় ও বাজারের সুযোগ তৈরি হতে পারে। কর্মশালায় প্যাক্সের সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থার বাস্তব অভিজ্ঞতা, কমিশন, অর্থনৈতিক লাভ, অর্থপ্রদানে বিলম্ব এবং আর্থিক কার্যকারিতা মূল্যায়নের কথাও বলা হয়েছে। উপজাতি সমবায়গুলিকেও এই কাঠামোর সঙ্গে আরও শক্তভাবে যুক্ত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পণ্য ও উৎপাদনকে রাজ্য ও জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের সঙ্গে সংযুক্ত করে বাজার সম্প্রসারণ এবং উৎপাদকদের বেশি মূল্য পাইয়ে দেওয়ার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। অর্থাৎ, স্থানীয় অর্থনীতিকে বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে যে আর্থিক পরিসর তৈরি করা হচ্ছে, তার লক্ষ্য গ্রামীণ ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বাড়ানো। সমবায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেও একই সঙ্গে সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ড. ভুটানি বলেন, সমবায় ব্যাঙ্কের স্বায়ত্তশাসনকে জবাবদিহি ও কার্যকর নজরদারির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। রাজ্যগুলির সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রারদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, নজরদারির দুর্বলতা সমগ্র সমবায় ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং গ্রাহকের আস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমেও সমবায় ব্যাঙ্ককে আরও প্রতিযোগিতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। সমবায় ক্ষেত্রের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী

করতেও একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা এনসিডিসি-র আইনে সাম্প্রতিক সংশোধনের ফলে সমবায় উন্নয়নে যুক্ত এমন প্রতিষ্ঠান, যারা নিজেরা সমবায় নয়, তারাও আর্থিক সহায়তার আওতায় আসার সুযোগ পেতে পারে। রাজ্যগুলিকে এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সমবায়-ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থের সংস্থান করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ডিজিটাল বাজার। সমবায় পণ্য ও কৃষিপণ্যের জন্য একটি অভিন্ন ডিজিটাল বিপণন প্ল্যাটফর্ম তৈরির প্রস্তাব নিয়ে রাজ্যগুলির মতামত নেওয়া হচ্ছে। ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স বা ওএনডিসি এই উদ্যোগে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে। এর ফলে স্থানীয় সমবায়গুলির পণ্য বৃহত্তর বাজারে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে। রফতানি, জৈব পণ্য ও বীজের ক্ষেত্রেও জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে মূল্যশৃঙ্খল শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এনসিইএল, এনসিওএল এবং ভারতীয় বীজ সমবায় সমিতির মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করে স্থানীয় উৎপাদনকে বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। কর্মশালায় প্যাক্স কম্পিউটারাইজেশন, বহুমুখী প্যাক্স গঠন, বিশ্বের বৃহত্তম সমবায়ভিত্তিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পরিকল্পনা, ব্যবসার বৈচিত্র্যকরণ এবং সমবায় ব্যাঙ্কিংয়ের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরে নকশালবাদের স্বীকার ব্যক্তিবর্গকেও সমাজের মূলতানে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা শুরু করতে চাইছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। প্রকৃতপক্ষে উপজাতি সমবায়গুলিকে মূল পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করে, সংস্কারের মাধ্যমে আর্থিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে চাইছে, কেন্দ্রীয় সরকার। এই সমাবেশের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কীভাবে জনজাতি অধ্যুষিত বস্তার এলাকায় প্রভাব ফেলবে, তাও আগেভাগেই নির্ণয় করার লক্ষ্যে নেমেছে সরকার।

মহাসড়কে বন্যপ্রাণের নিরাপত্তায় বিনিয়োগ

নয়াদিপ্লি: দেশের জাতীয় সড়কগুলির সম্প্রসারণের সঙ্গে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টিকেও পরিকল্পনার অংশ করে তুলছে ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা এনএইচএআই। গত পাঁচ বছরে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা এবং পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পরিকাঠামোয় প্রায় ১৯,৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জাতীয় সড়কে বন্যপ্রাণীর নিরাপদ যাতায়াতের জন্য ২,১৫০টিরও বেশি কাঠামো ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে অথবা নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। জাতীয় বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উপলক্ষে ‘ওয়াইল্ডলাইফ মিটিগেশন মেজার্স অ্যান্ড স্ট্রাকচার্স’ শীর্ষক একটি নথি প্রকাশ করেছে এনএইচএআই। গুজরাতের একতা নগরে আয়োজিত চিন্তন শিবিরে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নতিন গড়করি নথিটি প্রকাশ করেন। জাতীয় সড়ক নির্মাণের প্রয়োজনের সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য এবং বন্যপ্রাণীর নিরাপদ চলাচলকে কীভাবে যুক্ত করা হচ্ছে, তার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই নথিতে। মহাসড়ক তৈরি হলে অনেক সময় বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র দুই বা একাধিক অংশে ভাগ হয়ে যায়। সড়ক তাদের চলাচলের পথে বাধা তৈরি করতে পারে, বাড়তে পারে যানবাহনের সঙ্গে সংঘর্ষের আশঙ্কাও। এই সমস্যাগুলি মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য, বন্যপ্রাণীর চলাচলের পথ এবং প্রকৌশলগত প্রয়োজন বিবেচনা করে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্ধারণ করছে এনএইচএআই। এর মধ্যে রয়েছে পশু চলাচলের জন্য আন্ডারপাস ও ওভারপাস, সেতুর সঙ্গে যুক্ত পারাপারের ব্যবস্থা, বন্যপ্রাণীর চলাচলের উপযোগী কালভার্ট এবং গাছের উপর দিয়ে প্রাণীদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ পথ। এর পাশাপাশি বেড়া দিয়ে প্রাণীদের নির্দিষ্ট পারাপারের দিকে পরিচালিত করা, সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড এবং গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের মতো ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। এই পরিকাঠামোগুলির জন্য গত পাঁচ বছরে

প্রায় ১৯,৭০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এর মধ্যে পশু চলাচলের আন্ডারপাসে প্রায় ৪,৬০০ কোটি, ওভারপাসে ৬৫০ কোটি, ভায়াডাক্টে ৮,৩০০ কোটি, সুড়ঙ্গে ২,৮০০ কোটি, বড় সেতুতে ২,৫০০ কোটি এবং ছোট সেতুতে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় সড়কের দু’পাশে থাকা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের মধ্যে স্বাভাবিক সংযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিকাঠামোর পাশাপাশি নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। ৩০০ কিলোমিটারের বেশি জাতীয় সড়কপথে গাইড বেড়া ও শব্দরোধী ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যাতে প্রাণীদের নির্দিষ্ট পারাপারের পথে নিয়ে যাওয়া যায় এবং যানবাহনের সঙ্গে সংঘর্ষের ঝুঁকি কমে। সারীসূপের জন্য বিশেষ পারাপারের ব্যবস্থা, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনাও এই উদ্যোগের অংশ। কোন এলাকায় বন্যপ্রাণীর চলাচল বেশি, কোথায় যানবাহনের সঙ্গে সংঘর্ষের আশঙ্কা বেশি—তা বোঝার জন্য ক্যামেরা ব্যবহার করে নজরদারি চালানো হচ্ছে। সংঘর্ষপ্রবণ এলাকাগুলি চিহ্নিত করার পর সেখানে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ এবং সতর্কতামূলক চিহ্ন বসানো হচ্ছে। এর ফলে বন্যপ্রাণীর পাশাপাশি জাতীয় সড়ক ব্যবহারকারী মানুষের নিরাপত্তার দিকটিও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। এনএইচএআই-এর প্রকাশিত নথিতে জাতীয় সড়ক নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়েই পরিবেশগত সুরক্ষা ব্যবস্থাকে যুক্ত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংস্থার বক্তব্য, পরিকাঠামোর সম্প্রসারণের সঙ্গে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত বিধি মেনে চলার সমন্বয় রেখেই ভবিষ্যতের জাতীয় সড়ক প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এনএইচএআই-এর দাবি, আগামীদিনে সড়ক সম্প্রসারণের যে কাজগুলি গোটা দেশজুড়ে হবে, তাতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই দেখা হবে। দেশের সামগ্রিক ইকোলজির ক্ষতিসাধন না করেই, কাজগুলি কড়া হবে।



সম্পাদকীয়

আমেরিকা তার অভিবাসন নীতি কঠোর করছে। এই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি রয়েছে। মার্কিন প্রশাসনের বক্তব্য, এইচ-১বি ব্যবস্থার অপব্যবহার বন্ধ করা, আমেরিকান কর্মীদের চাকরি ও মজুরি সুরক্ষিত রাখা এবং বিদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃত দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এই যুক্তির সঙ্গে দ্বিমত করার জায়গা আছে, আবার একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। কোনও দেশের শ্রমবাজারে এমন ব্যবস্থা থাকা স্বাভাবিক, যেখানে বিদেশি কর্মী নিয়োগের নামে স্থানীয় কর্মীদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কিন্তু এখানেই মার্কিন নীতির সামনে একটি বড় প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে— বিদেশি শ্রমের অপব্যবহার বন্ধ করতে গিয়ে আমেরিকা কি সেই দক্ষ মানবসম্পদকেও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, যার ওপর তার প্রযুক্তি অর্থনীতির একটি বড় অংশ দাঁড়িয়ে আছে? বৃহস্পতিবার মাইক্রোসফট, অ্যাডোবি, ইনফোসিস, টিসিএসর মতো সংস্থার গ্রিন কার্ড-সংক্রান্ত পার্ম প্রক্রিয়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রশাসনের অভিযোগ, কিছু সংস্থা এইচ-১বি ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত কম মজুরির বিদেশি কর্মী নিয়োগ করেছে। এর ফলে মার্কিন কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই অভিযোগের তদন্ত হওয়া বা নিয়োগ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা নিয়ে আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন একটি গোটা দক্ষ কর্মী-গোষ্ঠীকে একই ছাঁচে দেখা হয়। এই জায়গাতেই ভারতীয়দের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫ অর্থবর্ষে আমেরিকা ৪ লক্ষ ৬ হাজারের বেশি এইচ-

১বি আবেদন অনুমোদন করেছে। তার মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কর্মীদের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৮৪ হাজার—প্রায় ৭০ শতাংশ। একই সময়ে কম্পিউটার-সংক্রান্ত পেশাই ছিল এইচ-১বি অনুমোদনের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র; এই বিভাগের কর্মীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ ৫২ হাজার, অর্থাৎ মোট অনুমোদনের প্রায় ৬২ শতাংশ। প্রমাণি আমেরিকার নিজস্ব অর্থনীতির কাঠামোর। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সিস্টেম অ্যানালিস্ট, প্রোগ্রামার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ, সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, ক্লাউড পরিকাঠামো বিশেষজ্ঞ— এই পেশাগুলির দক্ষ কর্মী কোনও দেশের অর্থনীতিতে রাতারাতি তৈরি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা, শিল্প প্রশিক্ষণ এবং বহু বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই মানবসম্পদ তৈরি হয়। ফলে ভিসার দরজা সংকুচিত করার সিদ্ধান্তের প্রভাব নিয়োগের সংখ্যার বাইরে গিয়ে সংস্থাগুলির প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতার ওপরও পড়তে পারে। আমেরিকার অর্থনীতির শক্তি তার নিজস্ব প্রতিভার পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভা আকর্ষণের ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। সিলিকন ভ্যালির অসংখ্য স্টার্টআপের সাফল্যের ইতিহাসে অভিবাসী প্রতিভার উপস্থিতি গোপন বিষয় নয়। মাইক্রোসফটের বর্তমান প্রধান সত্য নাদেলা নিজেও একসময় এইচ-১বি ভিসাধারী ছিলেন। বৃহস্পতিবার যে অনুষ্ঠানে ট্রাম্প প্রযুক্তি শিল্পের কয়েকজন শীর্ষ ব্যক্তিকে সম্মানিত করেছেন, সেই একই দিনে তাঁর প্রশাসন মাইক্রোসফটের বিদেশি কর্মীদের স্থায়ী বসবাসের পথ বন্ধ করার পদক্ষেপ নিয়েছে—এই বৈপরীত্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতীয় মডেলে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ

নয়াদিল্লি: উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তি গ্রহণ, স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী তার ব্যবহার এবং বৃহত্তর পরিসরে প্রয়োগের উপর জোর দিল বিশ্বব্যাঙ্ক। নয়াদিল্লিতে বিশ্বব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর ‘ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২৬: দ্য প্রমিস অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, সাধারণ মানুষের জীবনে এআই-এর সুফল পৌঁছে দিতে প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ জরুরি। ইন্ডিয়াএআই মিশন, ইলেকট্রনিক্স ও

ব্যবহারে আখের ফলন ৪০ শতাংশ বেড়েছে এবং জল ও সার ব্যবহারের প্রয়োজন ৩০ শতাংশ কমেছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এই ব্যবস্থার সুবিধা এমন কৃষকরাও পাচ্ছেন, যারা আগে কম্পিউটার ব্যবহার করেননি এবং মোবাইল ফোনে কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যন্ত্রা শনাক্তকরণের হারও ৩৫ শতাংশ বেড়েছে বলে তিনি জানান। বারামতির ব্যবস্থায় উপগ্রহ, ইন্টারনেট অফ থিংস এবং আবহাওয়ার তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। গুজরাতে অ্যাগ্రిস্ট্যাক ব্যবস্থার মাধ্যমে ৫ লক্ষ কৃষক উপকৃত হচ্ছেন এবং সারলাবেন



তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং বিশ্বব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তি সংস্থা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজ্য ও উদ্ভাবকের এআই-ভিত্তিক প্রয়োগের প্রদর্শনীও হয়। আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল পরীক্ষামূলক প্রকল্পের গুণি পেরিয়ে প্রমাণভিত্তিক এবং বৃহত্তর পরিসরে এআই প্রয়োগের পথ তৈরি করা। বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এআই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশেষজ্ঞ পরিষেবার নাগাল বাড়তে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে এবং সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার দক্ষতা উন্নত করতে পারে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কৃষি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এআই-ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবস্থা ব্যবহার হচ্ছে। তবে এর সুফল পেতে বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ পরিকাঠামো, কম্পিউটিং ক্ষমতা, উন্নত তথ্যভাণ্ডার, দক্ষ মানবসম্পদ, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সক্ষম প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। অশ্বিনী বৈষ্ণব ভারতের কয়েকটি প্রয়োগের উদাহরণ তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, বারামতিতে এআই-নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার

নামের এআই-ভিত্তিক পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে ৩ কোটি গবাদি পশু ও তাঁদের কৃষক মালিকদের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়। ইন্ডিয়াএআই মিশনের আওতায় কম্পিউটিং ক্ষমতা, দেশীয় ভিত্তি মডেল তৈরি, তথ্যভাণ্ডার, এআই প্রয়োগ, ভবিষ্যৎ দক্ষতা, স্টার্টআপ অর্থায়ন এবং নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য এআই—এই সাতটি ক্ষেত্রে কাজ চলছে। এআই-এর পক্ষপাত কমানো, অ্যালগরিদম পরীক্ষা, ব্যাখ্যাযোগ্য এআই, গোপনীয়তা সুরক্ষা এবং ডিপফেক শনাক্তকরণের মতো ক্ষেত্রেও দেশীয় ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রধান অর্থনীতিবিদ মাইকেল ফ্রেমার বলেন, এআই প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের অভিজ্ঞতা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, এআই-এর বৃহত্তর প্রয়োগের জন্য সফটওয়্যার প্রযুক্তির পাশাপাশি মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকেও একসঙ্গে তৈরি করতে হবে। ভারতের এআই-ভিত্তিক বর্ষা পূর্বাভাস ব্যবস্থার উদাহরণও তুলে ধরেন তিনি।

কঠোর হচ্ছে মার্কিন ভিসা

ওয়াশিংটন: বিদেশি দক্ষ কর্মীদের আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের পথ আরও কঠিন করার পথে এগোল ট্রাম্প প্রশাসন। বৃহস্পতিবার মাইক্রোসফট, অ্যাডোবি এবং ভারতের একাধিক শীর্ষ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার গ্রিন কার্ড-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে হার্ভার্ড, ইয়েল, স্ট্যানফোর্ড, ব্রাইন ও এমআইটি-সহ নয়টি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন প্রশাসন। সরকারের বক্তব্য, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য অভিবাসন ব্যবস্থায় প্রতারণা বন্ধ করা এবং মার্কিন কর্মীদের চাকরি ও মজুরি সুরক্ষিত রাখা। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স অভিযোগ করেছেন, মাইক্রোসফট দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবস্থার সবচেয়ে সুবিধাভোগীদের মধ্যে রয়েছে। তাঁর দাবি, সংস্থাটি গত বছর ৬ হাজার মার্কিন কর্মী ছাঁটাই করলেও ৬,৩০০টি এইচ-১বি ভিসা এবং প্রায় ৩ হাজার গ্রিন কার্ডের সুবিধা নিয়েছে। তবে মাইক্রোসফট জানিয়েছে, গত অর্থবর্ষে তাদের করা এইচ-১বি আবেদনের প্রায় ৮০ শতাংশই ছিল ইতিমধ্যে কর্মরত কর্মীদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানো বা মর্যাদা পরিবর্তনের জন্য, নতুন কর্মী নিয়োগের জন্য নয়। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, একই ধরনের কাজ করা কর্মীদের ক্ষেত্রে এইচ-১বি কর্মীদের সমান পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। মার্কিন শ্রম দফতরের তথ্য অনুযায়ী, কর্মসংস্থানভিত্তিক অধিকাংশ গ্রিন কার্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় পার্মানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন বা পার্ম প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নিয়োগকর্তাকে দেখাতে হয় যে বিদেশি কর্মী নিয়োগের ফলে মার্কিন কর্মীদের চাকরি বা মজুরির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে না। মাইক্রোসফট এই পার্ম আবেদনের সবচেয়ে বড় আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছে। বৃহস্পতিবার শ্রমমন্ত্রী কিথ সোভারলিং জানান, মাইক্রোসফটের পাশাপাশি কগনিজ্যাট, ইনফোসিস, টাটা



অর্থবর্ষে অনুমোদিত এইচ-১বি কর্মীদের সবচেয়ে বড় নিয়োগকর্তা ছিল অ্যামাজন। এরপর রয়েছে টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস, ইনফোসিস, অ্যাপল এবং মাইক্রোসফট। তবে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সংগঠন ন্যাসকমের বক্তব্য, আমেরিকায় ভারতীয় প্রযুক্তি সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই এইচ-১বি ভিসার ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে। তুলনামূলকভাবে অল্প সংখ্যক কর্মী পার্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করেন বলেও সংগঠনটির দাবি। এই পদক্ষেপের পাশাপাশি মার্কিন প্রশাসনের নজরে এসেছে দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রও। ভ্যান্স জানিয়েছেন, হার্ভার্ড, ইয়েল, স্ট্যানফোর্ড, ব্রাইন,

এমআইটি-সহ নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। প্রশাসনের অভিযোগ, এক্সচেঞ্জ-ভিজিটর ভিসা ব্যবস্থার অপব্যবহারের মাধ্যমে কিছু ক্ষেত্রে মার্কিন কর্মীদের মজুরি কমানোর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। মার্কিন শ্রম দফতরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অ্যান্টনি ডি'এসপোসিটো জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সমন পাঠানো হয়েছে। তদন্তে বিদেশি প্রভাব, অনুচিত আর্থিক সম্পর্ক এবং ভিসা ব্যবস্থার অপব্যবহারের কারণে ফেডারেল অর্থে পরিচালিত গবেষণা কোনওভাবে প্রভাবিত হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে। আমেরিকান কাউন্সিল অন এডুকেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সারা স্প্রিটজারের মতে, এর অর্থনৈতিক প্রভাব ব্যাপক হতে পারে। তাঁর বক্তব্য, আন্তর্জাতিক পড়ুয়ার ঐতিহাসিকভাবে প্রতি বছর আমেরিকায় প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন। বিদেশি ছাত্র ও গবেষকদের নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে হার্ভার্ডের বিরোধ অবশ্য নতুন নয়। গত বছর মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দফতর আন্তর্জাতিক পড়ুাদের আচরণ এবং অভিবাসন আইন মেনে চলার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির কাছে তথ্য চেয়ে সমন পাঠিয়েছিল। হার্ভার্ড সেই পদক্ষেপকে ‘প্রতিশোধমূলক’ বলে অভিহিত করলেও আইন অনুযায়ী সহযোগিতার কথা জানিয়েছিল। এর আগে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন শ্রম দফতর ‘প্রজেক্ট ফায়ারওয়াল’ নামে এইচ-১বি ব্যবস্থায় প্রতারণা রোধের অভিযান শুরু করে। একই সময়ে বিদেশ থেকে নিয়োগ করা কর্মীদের জন্য নতুন এইচ-১বি আবেদনে এককালীন ১ লক্ষ ডলার ফি চালু করা হয়। ফলে বৃহস্পতিবারের পদক্ষেপকে দক্ষ বিদেশি কর্মী, প্রযুক্তি সংস্থা এবং মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ঘিরে ট্রাম্প প্রশাসনের বৃহত্তর অভিবাসন নীতির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

সাহায্য

প্রথম পাতার বাকি অংশ
পাশাপাশি সরকারের তরফে, ধ্বস্তদের হাতে পুজোর পোশাক, মশারি ও খাদ্য সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, জলমগ্ন থাকায় এবছর ধানের চাষ করা সম্ভবপর নয়। তবে কলাই, মুগ ও পাট চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। যেসব কৃষক পরিবার, কলাই, মুগ ও পাট চাষ করবেন, তাঁরা যাতে সুবিধে পান, সেবিষয়েও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল আমলের ব্যাপক দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু জানান, জলের স্রোতকে না আঁকড়াতে পেরে ১৪০০ মিটারের ওপরে বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। বাঁধের কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুভেন্দু জানান, পূর্বতন সরকারের আমলে তৈরি হওয়া ওই বাঁধ ফের পুনর্নির্মাণ করা হবে। বাঁধ যাতে আর না ভেঙে জয়, সেবিষয়েও নজর রাখবে প্রশাসন।

প্রস্তাব

প্রথম পাতার বাকি অংশ
এসেছে। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য এবং যুগ্ম কমিশনার বা তার উর্ধ্বতন আধিকারিকের অনুমোদন ছাড়া পণ্যবাহী গাড়ি আটকানো যাবে না। আন্তঃরাজ্য পণ্য পরিবহণে অযথা হস্তক্ষেপ কমানোর ব্যবস্থাও প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে পণ্য চলাচল আরও মসৃণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ছোট করদাতাদের জন্য দেৱিতে রিটার্ন জমা দেওয়ার জরিমানা মকুবের প্রস্তাবও এসেছে। আগের আর্থিক বছরে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বার্ষিক লেনদেন থাকা করদাতারা নির্দিষ্ট শর্তে বকেয়া রিটার্ন জমা দিলে বিলম্ব ফি থেকে ছাড় পেতে পারেন। ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত লেনদেন করা এবং শুধুমাত্র সাধারণ ভোক্তার কাছে পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহকারী ব্যবসার জন্য বার্ষিক রিটার্নের পরিবর্তে ত্রৈমাসিক কর প্রদানের একটি ঐচ্ছিক ব্যবস্থারও নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। জিএসটি ব্যবস্থায় ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের পরিসর বাড়ানো, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জমে থাকা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ফেরত দেওয়ার সুযোগ, ভারতীয় পরিষেবা সংস্থার বিদেশে পরিষেবা রফতানিতে সুবিধা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন পরিষেবার ক্ষেত্রে স্ব-প্রত্যয়নের ব্যবস্থারও সুপারিশ করা হয়েছে।

দিব্যাস্ত শিশুদের শিক্ষায় প্রশান্ত

নয়াদিল্লি: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে দেশজুড়ে সচেতনতা কর্মসূচি চালান কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা দফতর। প্রশস্ত পোর্টালের মাধ্যমে দেশের স্কুলগুলিতে ৩০ মিনিটের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা ও ওরিয়েন্টেশন মডিউল প্রদর্শন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে ইতিমধ্যেই ৬০ হাজারের বেশি স্কুল অংশ নিয়েছে এবং আগামী দিনে অংশগ্রহণ আরও বাড়বে বলে জানানো হয়েছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য স্কুলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার একটি সামগ্রিক পরিবেশ তৈরি করা। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজন সম্পর্কে শিক্ষক, বিশেষ শিক্ষাবিদ এবং অশিক্ষক কর্মীদের সচেতন করার পাশাপাশি স্কুলের প্রতিটি পরিসরকে নিরাপদ, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও সহায়ক

করে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষ থেকে স্কুলের অফিস, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সাধারণ জায়গায় শিশুদের সঙ্গে প্রত্যেকটি মিথস্ক্রিয়াই তাদের স্কুল-অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে—এই ধারণাকেই কর্মসূচির কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। প্রশস্তের মাধ্যমে গত তিন মাস ধরে সাধারণ শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে সচেতন করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ৭২ লক্ষের বেশি শিক্ষককে এই মডিউলের মাধ্যমে সচেতন করা হয়েছে। নতুন ৩০ মিনিটের মডিউলে বাস্তব পরিস্থিতির উদাহরণ এবং বিভিন্ন ইস্টার্যাকটিভ কাণ্ড্রমের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে কীভাবে উপযুক্ত ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হবে, তা তুলে ধরা হচ্ছে। এই মডিউলটি দেশের ১২টি ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ।

ক

মি

ক্স

শমিত

পুজোর ফটোসেশন...